দর্শনায় দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি, ২১ ভরি স্বর্ণ ও আড়াই লাখ টাকা লুট

দর্শনার কেরুজ আমতলাপাড়ায় দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা ঘরের গ্রীল কেটে প্রায় ২১ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে দর্শনা শহরের আমতলাপাড়ায় এ চুরির ঘটনা ঘটে।

প্রতিদিনের মতো ওই বাড়ির গৃহকর্ত্রী মনজু ঘোষ, যিনি কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, সকাল ৮টার দিকে বিদ্যালয়ে যান। স্কুল ছুটি শেষে দুপুর ১টার দিকে বাসায় ফিরে এসে দেখেন, ঘরের ক্ল্যাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

চোরের দল ঘরের আলমারি ভেঙে নগদ আড়াই লাখ টাকা, ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২টি স্বর্ণের আংটি, ৭ জোড়া হাতের রুলি, নাকফুলসহ বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো মনজু ঘোষ ঘরের তালা ও গ্রীল লাগিয়ে স্কুলে যান। এ সুযোগে চোরেরা পাশের বাড়ির ছাদ টপকে সিঁড়িঘরের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। এরপর আলমারির তালা ভেঙে তারা নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ ঘটনায় মনজু ঘোষ দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দর্শনায় ভারতীয় মদসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশনের ইয়ার্ডে অভিযান চালিয়ে ৯ বোতল ভারতীয় মদসহ চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী আব্দুর রউফ বাবুকে প্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সআব্দুর রউফ বাবু একজন দর্শনা রেল বাজারের ষ্টেশনারী ব্যাবসায়ী ও দর্শনা ইসলাম বাজার এলাকার মৃত রুস্তম আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানার উপ পরিদর্শক (এস আই) মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে রেল স্টেশন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এসময় আব্দুর রউফ বাবুকে তল্লাশি করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ছয় বোতল ভারতীয় রয়েল স্ট্যাগ সুপিরিয়র হুইস্কি, দুই বোতল ম্যাক-ডোলস লাক্সারী ব্লেন্ডার হুইস্কি ও এক বোতল ইম্পেরিয়াল ব্লু সুপিরিয়র হুইস্কি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ আরও জানায়, উদ্ধারকৃত বিদেশী মদ গুলোর অনুমানিক বাজার মূল্য ৫৫ হাজার টাকা। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১, গুরুতর আহত ৩

দামুড়হুদার গোবিন্দহুদায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে গোবিন্দহুদা গ্রামের মাঠে বিরোধপূর্ণ জমিতে কাজ করার সময় এ মারামারির ঘটনা ঘটে।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে নিজ গ্রাম গোবিন্দহুদার মাঠে নিজ নিজ জমিতে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের নিহত ব্যক্তি হলেন গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে জয়নুর (৫০)। আহতরা হলেন মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে খাজা আহমেদ (৫৭), জাহির (৫০) এবং খাজা আহমেদের ছেলে দিপু (১৬)।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ লেগে আছে। এ বিষয়ে আদালতে উভয় পক্ষের মামলা চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে নিজ নিজ জমিতে কাজ করছিল সবাই। কাজ করার সময় বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে তুমুল রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধে। এরই একপর্যায়ে নুরুল হক গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৪ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মন্টু গ্রুপের জয়নুর মারা যান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, সকালে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে। সংবাদ পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। জানতে পেরেছি, মারামারির ঘটনায় জয়নুর নামের একজন নিহত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত উভয় পক্ষের কারো কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

জীবননগরে দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২৫। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার সকালে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে মহড়া, র্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যদের অংশগ্রহণে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

মহড়ায় উপস্থিত দর্শনার্থী ও শিক্ষার্থীদের সামনে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে গেলে কীভাবে নিরাপদে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ভূমিকম্পের সময় ভবনের ছাদ থেকে আহত বা জীবিত মানুষকে কীভাবে উদ্ধার করতে হয়, এবং বিভিন্ন ধরণের অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রাথমিকভাবে কীভাবে আগুন নেভানো সম্ভব। এসব বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা উপস্থিত সবাই আগ্রহের সঙ্গে উপভোগ করেন।

পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল আমীন। তিনি বলেন, দুর্যোগের সময় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগণের সচেতনতা ও তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুল জব্বার, এবং উপজেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা খালিদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. মুশফিকুর রহমান।

দামুড়হুদায় তিন দফা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের উদ্যোগে তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা যায়, সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন। এরই অংশ হিসেবে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন দফা দাবি হলো, ২০% বাড়ি ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করতে হবে ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক আশরাফুল আলম, আল আমিন, মিজানুর রহমান, সামসিয়া ফাহমিদা, নূরজাহান বেগম, কাজল রেখা, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নূরজাহান বেগম, রিপা খাতুন, রোহিণী আক্তার, বিপুল কুমার, আবু বক্কর সিদ্দীক প্রমুখ।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া, র্যলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার “সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ ” এই স্লোগান সামনে রেখে দুপুর ১২ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে প্রথমে উপজেলা চত্বর থেকে র্যলি ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের (ভারপ্রাপ্ত) স্টেশন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

এসময় আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যেকোনো যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের অগ্রিম প্রস্তুতি থাকতে হবে। বজ্রপাত মোকাবেলায় আমাদের বেশি বেশি করে তালগাছ রোপন করতে হবে। যে সব দূর্যোগ থেকে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে নিজে সচেতন হতে হবে এবং আশেপাশের মানুষজনক সচেতন করতে হবে। এছাড়াও ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বিত প্রস্তুতি থাকতে হবে। দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য জানানোর জন্য প্রশাসনসহ যেসব সরকারি হটলাইন নাম্বার আছে সেগুলো জনসাধারণকে জানাতে হবে।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমণ দিবস পালিত

আলমডাঙ্গায় ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালিত হয়েছে। ‘স্মার্ট বাংলাদেশে দুর্যোগ প্রস্তুতি হোক সবার অঙ্গীকার’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আলমডাঙ্গা উপজেলায় পালিত হয়েছে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস–২০২৫’।

সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মৌদুদ আলম খাঁ’র সভাপতিত্ব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশীষ কুমার বসু। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের সচেতনতা ও প্রস্তুতি। সরকারের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিক যদি নিজের অবস্থান থেকে প্রস্তুত থাকে, তবে যেকোনো দুর্যোগ সহজেই মোকাবিলা করা সম্ভব। আমরা চাই আলমডাঙ্গাকে একটি দুর্যোগ-সহনশীল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলতে, যেখানে মানুষ আগাম প্রস্তুত থাকবে, ভয় নয়, আত্মবিশ্বাস নিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলা করবে।’ দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় ‘দুর্যোগ ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে মহড়া’ কর্মসূচিও পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ইন্সট্রাক্টর জামাল হোসেন, উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুস সাত্তার, এস এফ ডি এফ এর উপজেলা ব্যবস্থাপক দীপক কুমার বসু, সহকারী শিক্ষা অফিসার শাহজাহান রেজা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা আল মামুন, মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহিদুল আলম বিপুল, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের অফিস সহকারি মহসিন মোড়লসহ ও বিভিন্ন দফতরের সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিকসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ অংশ নেন।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

দর্শনায় পাঁচ কেজি গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ গত দুইদিনে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ কেজি

গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডপাড়া মিজান টি স্টলের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার চৌকস এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাঁদপুর গোরস্থান পাড়ার খায়রুল ইসলামের ছেলে রাশেদুলকে (৩৫) গ্রেফতার করে।

পরে তার কাছ থেকে একটি ডিজিটাল দাঁড়িপাল্লাসহ প্লাষ্টিকের কসটেপ মোড়ানো ১ কেজি গাজা উদ্ধার করে।

অপরদিকে সোমবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড থেকে ৪ কেজি গাঁজাসহ মাদক সম্রাট মাগরিব আলীকে (৪৫) গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত মাগরিব আলী দর্শনা পৌরসভার জয়নগর গ্রামের মৃত্য আজাদ আলীর ছেলে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাদের দুজনকে চুয়াডাঙ্গা আমলী আদালতে সোপর্দ করে জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গায় টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন

আলমডাঙ্গায় টাইফয়েড প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। টাইফয়েড প্রতিরোধ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আলমডাঙ্গায় শুরু হয়েছে টিকাদান কর্মসূচি। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় আলমডাঙ্গা গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শারমিন আক্তার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অশীষ কুমার বসু, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন, তদন্ত ওসি লিয়াকত আলীসহ স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী ও

শিক্ষার্থীরা।

উদ্বোধন শেষে ডা. শারমিন আক্তার বলেন, “টাইফয়েড একটি সংক্রামক রোগ, যা মূলত দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়। টিকা গ্রহণের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে। সরকারের এই মহতী উদ্যোগ সফল করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “টিকা গ্রহণের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। তাই এ বিষয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হতে হবে এবং সবাইকে অংশ নিতে উৎসাহিত করতে হবে।” সরকারের এই কর্মসূচির মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপজেলার সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়নে টাইফয়েড টিকা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

স্থানীয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, সরকারের এমন স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগে তারা সন্তুষ্ট এবং আশা করছেন, এর ফলে এলাকাজুড়ে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেকটাই কমে আসবে।